যুগান্তর

তারিখ 15 JUN 2012
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

লুটেরা-দখলবাজ চক্রের কবলে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

খুলনা ব্যুরো

একটি সংঘবদ্ধ অসাধু চক্রের কবলে পড়েছে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রশাসনের উপর মহলের সঙ্গে সখ্য বজায় রেখে এই চক্রটি নির্বিঘ্নে বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা সম্পদ লুটপাট করে যাচ্ছে। রহস্যের আঁধারে বিভিন্ন ভবনের ছাদ ও সামনে রাখা পুরনো আসবাবপত্র সরিয়ে ফেলছে এরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরনো গাছপালা দেদারসে কেটে উজাড় করছে চক্রটি। এদের ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় যাত্রার শুরু থেকে এ পর্যন্ত একাধিকবার তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কিন্তু ফল শূন্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের চারদিকে সীমানা প্রাচীর না থাকায় অসাধুচক্রের জন্য তা যেন শাপে বর হয়েছে। জানা গেছে, গত বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধান্ত ছিল ৮টি বড় গাছ কাটার। কিন্তু এ গাছ কাটার দায়িত্বে থাকা উপ-রেজিস্ট্রার ও সম্পত্তি শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত মোঃ আলী আকবর রাতের মধ্যে লোকজন নিয়ে ৪০টি গাছ কেটে ফেলেন। এ বিষয়ে তদন্ত করা হলেও তা আলোর মুখ দেখেনি। এর আগে সাবেক প্রোভিসি প্রফেসর ড. পূর্ণেন্দু গাইনের জীবদ্দশায় মাত্র ২০ হাজার টাকায় বিক্রির একটি প্রক্রিয়া দেখিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সংঘবদ্ধ গ্রুপ বেশকিছু পুরনো গাছ কেটে নিয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় চালু হলে পূর্ণেন্দু গাইন অনিয়ম করে বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকার বিভিন্ন বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ওই গাছ উদ্ধার করেন এবং তা সাড়ে ৪ লাখ টাকায় বিক্রি করে বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিলে জমা করেছিলেন বলে জানা গেছে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে গাছ অবাধে কেটে ফেলার ব্যাপারে মানিক নামের এক মালি আলী আকবরের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করেন। নাম মাত্র তদন্ত করার মাধ্যমে সে বিষয়টি ধামাচাপা দেয়া হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের প্রধানদের সঙ্গে আলাপকালে জানা গেছে, সত্যি হলে একটি সংঘবদ্ধ ও প্রভাবশালী চক্র নিরাপত্তারক্ষীদের সহায়তায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ভবনের সামনে ও ছাদে জমা করে রাখা পুরনো আসবাবপত্র সুযোগ মতো ভ্যানে করে নিয়ে যায়। মধ্যেমধ্যে মালামালসহ ভ্যানগাড়ি আটক হলে তা সম্পত্তি শাখা থেকে বিক্রি করা হয়েছে (যা নিতান্তই নামমাত্র মূল্যে) বলে প্রচার করা হয়। কিন্তু এ সমস্যা সমাধানে কর্তৃপক্ষের তেমন কোন উদ্যোগ নেই। এভাবে ওই চক্রটি প্রতি মাসেই বিপুল অংকের সম্পদ লুটে নিচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে এ অবস্থা চলে আসছে। জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে আবহাওয়া অফিসের পাশের সীমানায় পাকা দেয়ালের প্রাচীর ছিল। কিন্তু সংঘবদ্ধ ভূমিদস্যুরা কৌশলে ওই দেয়ালটি ভেঙে ফেলে। এরপর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সেখানে কাঁটাতারের বেড়া দেয়। কিন্তু এই অসাধু চক্রের ষড়যন্ত্রের কাছে কাঁটাতারের সে বেড়াও টেকেনি। বর্তমানে ওই এলাকায় কোন সীমানা প্রাচীর নেই। এ অবস্থায় ওই চক্রটি সেখানের আড়াই বিঘা জমি দখলে নিয়েছে। যা বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি নয় বলে সম্পত্তি শাখার দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তা আলী আকবর ঘোষণা দিয়েছেন। ওই জমির পাশে তার ৫ কাঠা জমির একটি প্লট রয়েছে বলে জানা গেছে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে আমেনা নামের এক মহিলার কাছ থেকে জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে আড়াই শতক জমি অধিগ্রহণ করে বিশ্ববিদ্যালয়। সে জমির টাকাও পরিশোধ করা হয়েছে। কিন্তু জেলা প্রশাসন থেকে ওই জমি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে বুঝিয়ে দেয়া হয়নি। এ অবস্থার মধ্যে ওই মহিলা তার আড়াই শতক জমিসহ পার্শ্ববর্তী ৭ কাঠার বেশি জমি নিজের দখলে রেখে নিয়েছেন। এ নিয়ে মামলাও করা হয়। মামলায় নিম্ন আদালতের রায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে যায়। এরপর ওই মহিলার পক্ষ থেকে উচ্চ আদালতে আপিল করা হয়। উচ্চ আদালত থেকে দেয়া ওই মামলার রায়ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে দেয়া হয়। কিন্তু এ অবস্থায়ও ওই জমি দখলমুক্ত করা সম্ভব হচ্ছে না।

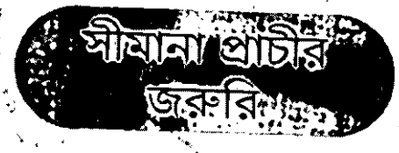

কয়েকজন শিক্ষক অভিযোগ করেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শুরু থেকে প্রত্যেক ভিসির আমলেই আলী আকবরের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ ওঠে। প্রত্যেকবারই তদন্ত কমিটি হয়। কিন্তু পরে অদৃশ্য কারণে তা ধমকে যায়। বর্তমান উপাচার্যের সময়ও নানা অভিযোগের কারণে গত বছর তাকে সম্পত্তি শাখার দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেয়া হয়। এর পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিদিনই চুরিসহ নানা অপরাধমূলক ঘটনা বাড়তে থাকে। এ অবস্থার মধ্যে তাকে আবার ওই পদে বহাল করা হলে চুরির ঘটনা কমতে থাকে বলে শিক্ষক ও কর্মচারীরা জানান। তারা বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পদ লুটপাটের জন্য ভেতর ও বাইরের একটি সিন্ডিকেট কাজ করছে। যা সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে চিহ্নিত করার জন্য তারা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

উপরেজিস্ট্রার ও সম্পত্তি শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত মোঃ আলী আকবর তার বিরুদ্ধে আনীত সব অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, একটি মহল তার কর্মদক্ষতায় ক্ষুব্ধ হয়ে এ ধরনের অপপ্রচার চালাচ্ছে।